The Daily Star

19 MAR 2026

Doreen Garments sues US buyer over $678,000 unpaid dues

REFAYET ULLAH MIRDHA

Apparel exporter Doreen Garments Ltd has been struggling to collect $678,412 from US-based Zinntex LLC for a shipment delivered two years ago, prompting the supplier to file a lawsuit in an American court.

The exporter had shipped 96,576 pieces of denim trousers to Zinntex but has been unable to collect payment as the buyer has since stopped responding to payment requests, according to Tahzeeb Alam Siddique, a director at Doreen Garments.

Doreen Garments filed a case in an US court one year ago over the issue, he said. The shipment was the company's first and last order to Zinntex, which has no office in Bangladesh.

"We are hopeful that Zinntex will make the payment to us as our attorney in the US is confident about the sales and bank documents," Director of Doreen Garments Tahzeeb Alam Siddique told The Daily Star over the phone.

"We have to go to court even if it is expensive, as the amount is big for us," he added.

Several other Chattogram-based garment manufacturers have also been defrauded by Zinntex, according to Siddique. "This is not a big brand in the US and it mainly sources denim garment items."

Meanwhile, on March 16, the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) sent a letter to members warning them against doing business with the company.

The association had earlier attempted to secure Doreen's payment from the US company but received no response.

BGMEA also requested information from members who have traded with Zinntex to assess the scope of non-payment, as the association lacks data on which factories have dealt with the buyer.

"We tried to get the payment from Zinntex but the US company defrauded the local company," said BGMEA President Mahmud Hasan Khan.

Khan said the trade body will meet with the US embassy in Dhaka after Eid to discuss the issue.

The association has identified similar payment defaults by buyers from Australia and India, as well as instances of local buying houses failing to pay suppliers, according to Khan.

BGMEA has asked buying houses to become associated members of the trade body as a condition for doing business with local manufacturers, he also said.

The Financial Exp

19 MAR 2026

EXPORTS STAGNATE IN INDIA

Steel manufacturers eye market diversification

JASIM UDDIN

Bangladesh's iron and steel exports have experienced significant fluctuations over the past five fiscal years, with India remaining the dominant destination -- raising concerns over market concentration and stagnation.

Industry stakeholders have stressed the need for policy support, product diversification, and strategic market expansion to ensure sustainable growth in Bangladesh's steel exports.

According to data from the National Board of Revenue (NBR), export earnings from iron and steel (HS Code: 72142000) stood at $7.18 million in FY2020-21, before rising sharply to $19.20 million in FY2021-22.

However, the momentum could not be sustained, as exports fell to $12.56 million in FY2022-23 and further to $11.88 million in FY2023-24.

In FY2024-25, export receipts recovered modestly to $13.86 million, indicating only a partial rebound amid weak external demand.

Industry insiders attributed the volatility to shifting regional demand, pricing challenges, and supply-side constraints, including higher raw material and energy costs.

India has consistently remained the principal export destination for Bangladeshi steel products.

Although Thailand briefly emerged as a market in FY2020-21, exports have since become heavily concentrated in India -- particularly in the country's northeastern "Seven Sisters" region -- highlighting limited diversification.

Data show that a handful of large manufacturers dominate exports, including BSRM Steels Limited, GPH Ispat Limited, Bangladesh Steel Re-Rolling Mills, KSRM Steel Plant Limited, and Abul Khair Steel Melting Limited.

Sector insiders noted that despite Bangladesh's expanding domestic steel capacity, export potential remains underutilised due to limited product variety and overdependence on a single market.

Former secretary general of the Bangladesh Steel Manufacturers Association, Md Shahidullah, told The Financial Express that the country's steel exports remain largely dependent on India.

"The northeastern states of India are still the main market for Bangladeshi steel," he said.

He noted that a few years ago, China also imported MS billets from Bangladesh as intermediate goods.

"There is still strong potential to expand exports to other countries if the government provides policy support and facilitates market access," added Shahidullah, who is also the managing director of Metrocem Group.

GPH Ispat pioneered Bangladesh's MS billet exports, making the country's first bulk shipment to China in October 2020.

Using advanced Quantum Electric Arc Furnace technology, the company exported more than 86,000 tonnes of billets to China during FY2020-21 and later expanded to markets such as India and Singapore.

Shekhar Ranjan Kar, FCA, head of Finance & Accounts and company secretary at GPH Ispat Ltd, said the company used to export around 300 tonnes of steel per month to Agartala, India, but shipments have slowed in recent months.

"We are now working to develop new customers in potential markets beyond India. If successful, this will help diversify our export basket and reduce dependence on a single market," he said.

বণিক বার্তা
19 MAR 2026

পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি তেল রফতানি কমেছে ৬০ শতাংশ

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় সৃষ্ট যুদ্ধের প্রভাবে পশ্চিম এশিয়ায় জ্বালানি তেল রফতানি ও উত্তোলনে বড় ধরনের পতন হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারির তুলনায় মার্চের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চল থেকে জ্বালানি তেল রফতানি অন্তত ৬০ শতাংশ কমেছে। হরমুজ প্রণালি বন্ধ থাকা এবং প্রধান বন্দরগুলোয় হামলার আশঙ্কায় শীর্ষ রফতানিকারক দেশগুলো জ্বালানি তেল উত্তোলন কমিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ব্যবস্থায় ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংকট তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। খবর দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন।

ছবি : রয়টার্স

শিপিং ডেটা ও রয়টার্সের হিসাব অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ার আটটি প্রধান দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে জ্বালানি তেল রফতানিতে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে এ দেশগুলো থেকে জ্বালানি পণ্যটির দৈনিক গড় রফতানি ছিল ২ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার ব্যারেল। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৭ লাখ ১০ হাজার ব্যারেলে। অর্থাৎ রফতানি কমেছে প্রায় ৬১ শতাংশ। পশ্চিম এশিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশগুলো জ্বালানি তেলের প্রধান উৎস হওয়ায় এ অঞ্চলের সরবরাহ ঘাটতি সরাসরি এশিয়ার বাজারকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

রফতানি করতে না পারা এবং মজুদ করার জায়গা ফুরিয়ে আসায় দেশগুলো জ্বালানি তেল উত্তোলন কমিয়ে দিচ্ছে। ইরাকে জ্বালানি তেল উত্তোলন ৭০ শতাংশ এবং সৌদি আরবে ২০ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের উত্তোলন অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। বর্তমানে এ অঞ্চলে দৈনিক ৭০ লাখ থেকে ১ কোটি ব্যারেল জ্বালানি তেল উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। যুদ্ধের আগে বিশ্বের মোট সমুদ্রবাহিত জ্বালানি তেল রফতানির ৩৬ শতাংশই আসত পশ্চিম এশিয়ার এ দেশগুলো থেকে।

হরমুজ প্রণালি দিয়ে স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হওয়ায় সাগরে ভাসমান ট্যাংকারগুলোতে জ্বালানি তেল জমার পরিমাণ ৫ কোটি ব্যারেল ছাড়িয়েছে। যুদ্ধের আগে এ পরিমাণ ছিল মাত্র ১ কোটি ব্যারেল। ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজিরাহ বন্দরে ড্রোন হামলার কারণে সেখান থেকে জ্বালানি তেল সরবরাহ বারবার ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে সৌদি আরবের ইয়ানবু বন্দর এবং ওমানের মাধ্যমে অত্যন্ত সীমিত আকারে কিছু জ্বালানি তেল রফতানি সচল রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, জ্বালানি তেলের এ সংকট এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ সরবরাহ বিপর্যয়। যদি দ্রুত হরমুজ প্রণালি খুলে দেয়া না হয়, তবে পশ্চিম এশিয়ার এ পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতিকে এক দীর্ঘস্থায়ী মন্দার দিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনকি সংঘাত থামলেও জ্বালানি তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আগের অবস্থায় ফিরতে কয়েক মাস সময় লেগে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

> পশ্চিম এশিয়ার আটটি প্রধান দেশ সৌদি আরব, কুয়েত, ইরান, ইরাক, ওমান, কাতার, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে জ্বালানি তেল রফতানিতে বড় বিপর্যয় দেখা দিয়েছে

> ফেব্রুয়ারিতে এ দেশগুলো থেকে জ্বালানি পণ্যটির দৈনিক গড় রফতানি ছিল ২ কোটি ৫১ লাখ ৩০ হাজার ব্যারেল। ১৫ মার্চ পর্যন্ত সপ্তাহে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৯৭ লাখ ১০ হাজার ব্যারেলে

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।